ঐ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 DEC 1997 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

এস,এস,সি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ

রাজশাহী অফিস ।। রাজশাহী জেলার বিভিন্ন বেসরকারী হাই স্কুলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে এক স্কুলের সহিত অন্য কোন স্কুলের মিল নাই। পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে কোন স্কুল গ্রহণ করিয়াছে সব মিলাইয়া দেড় হাজার টাকা। আবার কোন স্কুল তুলিয়াছে দুই হাজার টাকারও বেশী। বেসরকারী স্কুলগুলির এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফলে গরীব অভিভাবকদের নাভিশ্বাস উঠিলেও তাহাদের করণীয় কিছুই ছিল না। গরীব অভিভাবকরা বলিয়াছেন, কেহ কেহ গবাদি পশু বিক্রয় করিয়াও পুত্র বা কন্যার পরীক্ষার ফি জোগাইয়াছেন।

কয়েকটি বেসরকারী স্কুলে খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে, স্কুলগুলি বোর্ডের ফি আদায়ের পর নানা ধরনের ফি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে আদায় করিয়াছে। এ গুলির মধ্যে যে চারটি ক্ষেত্রে অর্থ আদায় উল্লেখযোগ্য তাহা হইল জুন মাস পর্যন্ত বেতন, এসএসসি পরীক্ষা যে মাসে অনুষ্ঠিত হইবে সে মাস পর্যন্ত ইচ্ছামত যে কোন অংকের কোচিং ফি, স্কুল উন্নয়ন ফি ও সেসন চার্জ।

এ ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সহিত যোগাযোগ করা হইলে জনৈক কর্মকর্তা জানান, প্রতিটি এসএসসি পরীক্ষার্থীর নিকট হইতে বোর্ড যে ফি আদায় করে তাহা নিম্নরূপ: প্রতি পত্র ফি ৩৫ টাকা, বিজ্ঞানে প্রাকটিক্যাল ফি প্রতি পত্র ২০ টাকা, মার্ক সার্টিফিকেট ফি ৩০ টাকা, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি ৫ টাকা ও বয় স্কাউট অথবা গার্লস গাইড ফি ১০ টাকা। ইহা ছাড়া আছে কেন্দ্র ফি ১০০ টাকা। এই টাকা যে কেন্দ্রে পরীক্ষা হইতেছে সেই কেন্দ্রের সেক্রেটারীকে প্রদান করিতে হয়।

শিক্ষা বোর্ডের উক্ত কর্মকর্তা জানান, অন্য যে সব টাকা আদায় করা হয় সেগুলি অবৈধ। এ ধরনের অর্থ আদায়ের জন্য বোর্ড হইতে কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। বোর্ড হইতে বলা হইয়াছে, বেসরকারী স্কুলের এভাবে অর্থ আদায়ের কথা তাহাদের অজানা নয়। কিন্তু আইনতঃ তাহারা কিছু করিতে পারেন না। স্কুলগুলির পরিচালনা কমিটি এই বিষয়ে ভূমিকা পালন করিতে পারে।

জানা গিয়াছে, কোচিং ফি-এর টাকা স্কুলের তহবিলে জমা হয় না। যে মোটা অংকের টাকা সংগৃহীত হয় তাহা শিক্ষকেরা ভাগাভাগি করিয়া নেয়। অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, কোচিংয়ের নামে অর্থ আদায় করা হইলেও কোচিং ভালভাবে হয় না।